বস্ত্র আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৩৭ নং আইন)

দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিক্যুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বস্ত্রখাত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত ও ইহার অধিকতর প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু দেশের অভ্যন্তরীন বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিক্যুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু বস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্ঠ অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বস্ত্র আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ বস্ত্র অধিদপ্তর;

(২) "উৎপাদন উপকরণ" অর্থ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তন্তু বা আঁশ হইতে সুতা, সুতা হইতে কাপড়, উইভিং, নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, তৈরি পোশাক, এক্সেসরিজ প্যাকেজিং, ফ্যাশন ডিজাইনিং, এমব্রয়ডারিসহ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি;

(৩) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী" অর্থ সরকার বা পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী;

(৪) "নিবন্ধন" অর্থ আইনের ধারা ১২ এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন;

(৫) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৬) "পোষক কর্তৃপক্ষ" অর্থ বস্ত্র অধিদপ্তর;

(৭) "বস্ত্র" অর্থ কোনো প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোনো বস্ত্র বা বস্ত্র পণ্য বা নিম্নবর্ণিত কোনো তন্তু বা আঁশ বা হইতে প্রস্তুতকৃত বস্ত্র-

(ক) কোনো উদ্ভিদজাত তন্তু বা উদ্ভিদের বাকল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও শিকড় হইতে প্রস্তুতকৃত তন্তু, যেমন- পাট ও পাট জাতীয় আঁশ, তুলা, নারিকেলের ছোবড়া, কলা, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য উদ্ভিদের তন্তু বা আঁশ;

(খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত তন্তু, যেমন- পলিয়েস্টার, নাইলন, অ্যাক্রিলিক, ভিসকস (viscose) বা অন্য যে কোনো কৃত্রিম তন্তু;

(গ) কোনো খনিজজাত তন্তু বা খনিজ পদার্থ হইতে উৎপাদিত তন্তু;

(ঘ) কোনো প্রাণিজাত তন্তু বা প্রাণির দেহ হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তন্তু;

(৮) "বস্ত্রশিল্প" অর্থ তুলা, সুতা, ফেব্রিকস, বস্ত্র বা তৈরি পোশাক, বস্ত্রখাতের মূলধনি যন্ত্রপাতি, কম্পোজিট কার্যক্রম, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপাদান উৎপাদন, বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ, বায়িং হাউজসহ সকল কার্যক্রম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান:

তবে শর্ত থাকে যে, বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের সহিত জড়িত নহে স্থানীয় বাজারের এইরূপ খুচরা ও পাইকারি বস্ত্র ব্যবসা এবং উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৯) "ব্যক্তি" অর্থে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা এবং আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো সত্ত্বা বা কৃত্রিম আইনগত সত্ত্বাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

পোষক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি

৩। পোষক কর্তৃপক্ষ বস্ত্রশিল্পকে সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণকৃত (take

৪। (১) যে সকল বস্ত্র মিল আইন দ্বারা বা সরকারের কোনো নীতির আওতায় বা তদধীন সম্পাদিত কোনো চুক্তির মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারিকরণ, হস্তান্তর বা বিক্রয় করা হইয়াছে উক্ত বস্ত্র মিলসমূহ প্রযোজ্য কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে

backed) বস্ত্র মিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারিকরণ, হস্তান্তর বা বিক্রয় চুক্তি বাতিলপূর্বক উক্ত বস্ত্রমিলসমূহ পুনঃগ্রহণ (take back) করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃগ্রহণকৃত বস্ত্রমিলের ব্যবস্থাপনা এবং উহার কার্যক্রম চলমান রাখিবার বা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল্‌স কর্পোরেশন এর নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(৩) সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের সহিত বিদেশি সরকারের সহযোগিতা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব, দেশি বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ, দেশিয় বেসরকারি বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ বা অনুরূপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বস্ত্র মিলসমূহ আধুনিকায়ন এবং নূতন বস্ত্রমিল স্থাপন করা যাইবে।

(৪) সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র মিলসমূহের অব্যবহৃত ভূমি বা স্থাপনা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট অধিকতর উৎপাদনশীল কোনো কার্যে ব্যবহারের জন্য প্রচলিত আইনের অধীন লিজ বা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভাড়া প্রদান করিতে পারিবে।

বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান

৫। (১) সরকার বস্ত্র খাতে সরকারি, বেসরকারি, বৈদেশিক, বহুজাতিক কোম্পানি, দেশি বিদেশি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বস্ত্র খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) সরকার, বস্ত্র শিল্পে বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থান অধিকতর দৃঢ় করিবার লক্ষ্যে বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, পণ্যের মানোন্নয়ন, রপ্তানির প্রসার, উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয়সাধন এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কূটনীতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক আইনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের অধীন প্রদেয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো বস্ত্রশিল্প সরকারি, আধা-সরকারি, কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্য সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় কোনো সুবিধাদি, যদি থাকে, প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় বিধানাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

৬। (১) বস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীগণকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক সকল সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি প্রদান দ্রুত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র থাকিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠনসহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রণোদনা ও পুরস্কার

৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে, কোনো বস্ত্রশিল্পকে প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা জাতীয় শিল্প নীতি দ্বারা ঘোষিত প্রণোদনাসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে, বস্ত্রশিল্প খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবার জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়

৮। (১) বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত রং, রাসায়নিকসহ অন্য কোনো উপাদান যে কোনো পর্যায়ে বাজারজাত করিবার সময়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী আমদানিকারকের নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরীক্ষাপূর্বক উহার মান যাচাই করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপাদান দ্বারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য প্রস্তুতপূর্বক বিক্রয় বা বাজারজাত করা যাইবে না।

কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি

৯। (১) কেবল রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার বা প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল রপ্তানি বহির্ভূত বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রয় ও বাজারজাত করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল দেশে উৎপাদন বা আমদানিপূর্বক কোনো রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পের নিকট লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) এর আওতায়